জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 3rd Nov. 1954 | ২৫শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

— C. P. Service

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস ঃ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

শারদীয়া পূজার প্রাপ্য ছুটি

আগামী ১০ই নবেম্বরের "জঙ্গিপুর সংবাদ" প্রকাশ করিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্ব প্রার্থনা মত দুই সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিব। সুতরাং ১৭ই ও ২৪শে নবেম্বর "জঙ্গিপুর সংবাদ" বন্ধ থাকিয়া ১লা ডিসেম্বর বাহির হইবে। যে সকল ডিক্রীদার **নিলামের ইস্তাহার** প্রকাশের জন্য দেওয়া আবশ্যক বোধ করিবেন, তাঁহারা যেন ৮ই নবেম্বরের পূর্ব্বে যাহাতে সেগুলি পাই তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

সম্পাদক, "জঙ্গিপুর সংবাদ"।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

অধম-তারণ না অধম-তাড়ন?

মহারাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার নবরত্ন সভায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"অসীম কি?" অর্থাৎ কোন্ বস্তুর পারে যাওয়া যায় না? নবরত্নের জনৈক রত্ন একটি শ্লোকে উত্তর দিয়াছিলেন। শ্লোকটি অনেকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইলেও তাহার বঙ্গানুবাদ সরল কবিতায় নিম্নে দেওয়া হইল।

"নিঃস্বোঽপ্যেক শতং, শতী দশ শতং
লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং, ক্ষিতিপতি
শ্চক্রেশতাং কাঙ্ক্ষতি।
চক্রেশঃ সুররাজতাং, সুরপতি
ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং, হরিঃ শিবপদং,
আশাবধিং কো গতঃ।"

শত মুদ্রা ইচ্ছা করে যে জন নির্ধন,
পেলেও শতেক মুদ্রা সহস্রে মনন!
সহস্র পেলেও হ'তে চায় লক্ষপতি,
লক্ষপতি চায় পুনঃ হইতে নৃপতি!
নৃপতিও ইচ্ছা করে হই চক্রেশ্বর,
চক্রেশ্বর ইচ্ছা করে হই পুরন্দর (ইন্দ্র)!
পুরন্দর ব্রহ্ম-পদ, ব্রহ্মা বিষ্ণু-পদ,
বিষ্ণুও বাসনা করে শিবের সম্পদ্!
যত চায়, তত পায়, তবু ইচ্ছা করে
হায়রে দুরাশা! তোর পেট নাহি ভরে!

এ জগতে সকলেই আশার মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্ন। নিঃস্ব হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই দুর্জ্জয় আশার বশবর্ত্তী—ইহাই উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে।

আমরা ভারতবাসী ২০০ বৎসর ইংরাজের অধীনে থাকিয়া স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। একথা মনে রাখা দরকার যে দুই শত বৎসর সুসভ্য ইংরাজের দ্বারা শিক্ষালাভ করিয়াও আমাদের শতকরা ৮৫ পঁচাশি জন নিরক্ষর। আইন সভাতেও এমন কি কেন্দ্রীয় সভাতেও স্বল্পাক্ষর এবং নিরক্ষর সদস্যের অভাব নাই। আইনও তৈরী হয় ভোটাধিক্যের উপর নির্ভর করিয়া। ভারত কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষককুলই ইহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার প্রধান সহায়। ইঁহাদের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। স্বাধীন দেশের সরকারের ইঁহাদের দুঃখ মোচন করার উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

নিরক্ষর নিরীহ বর্গাদারগণ নিজেদের জমি জমা না থাকায় পরের জমি চাষ আবাদ করে। স্মরণাতীত কাল হইতে জোতদারের ও বর্গাদারের মধ্যে মৌখিক চুক্তিতে জমির উর্ব্বরতা অনুসারে কোথাও মণে চব্বিশ সের ও ষোল সের, কোথাও আধ মণ আধ মণ, আবার জোতদারের লাঙ্গল, জোতদারের গরু দিয়া যাঁহারা আবাদ করে তাহারা জোতদারকে মণকরা আটাশ সের দিয়া নিজেরা পারিশ্রমিক স্বরূপ মণকরা ১২ সের ফসল লইয়া সন্তুষ্ট থাকে।

সম্প্রতি বর্গাদার আইন পাশ হওয়ায় পর আক্ষরিক অতি বুদ্ধিমানেরা তাঁহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বুদ্ধি-ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হইতে সুরু করিয়া ভাবী মামলার বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিলেন। চাষারাও যাঁহারা "যার বাতের ঠিক নাই তার বাপের ঠিক নাই" এই প্রবাদের গুরুত্ব বোধ করেন, তাঁহারা যে সর্ত্তে বা কড়ারে জমি আবাদ করিতে লইয়াছিলেন, সেই অঙ্গীকার বজায় রাখিয়া নির্ব্বিরোধে জমি আবাদ করিয়া জোতদারের সঙ্গে পূর্ব্ব সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অন্যের মতলবপূর্ণ কৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শে পদাঘাত করিয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতেছেন। মতলববাজ মামলাজীবী বা বদবুদ্ধির সয়তান নিজেদের "উদরং পরিপূরয়েৎ" মন্ত্রে দীক্ষিত ফন্দীবাজদের ধাপ্পায় বর্গাদার আইনের সুবিধা লইতে গিয়া যে সব বর্গাদার কে জদারী আইনের ধারায় পড়িয়া নয়নধারায় বুক ভিজাইয়া ফেলিতেছেন, তাঁহাদের দশা দেখিয়া কষ্ট হয়। জোতদারদের আর্থিক অবস্থা বর্গাদারদের অপেক্ষা শতকরা নিরানব্বই জনেরই সচ্ছল। বর্গাদারকে মামলায় নামিয়ে অধিকাংশকেই এক আদালতেই হাল গরু বিক্রয় করিতে বাধ্য করা যায়। শতকরা একজনকে ঠেলিয়া হাইকোর্টে লইয়া গেলে সে মামলা বরাবর জিতিলেও কপর্দ্দকশূন্য ভিক্ষুকে পরিণত হইবে।

কংগ্রেস সরকার বর্গাদারদের মত অধম শ্রেণীর কৃষিজীবীদের সুবিধার জন্য আইন করিয়া উৎসাহী মামলাজীবীদের খপ্পরে পড়িবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ জোতদার ও বর্গাদারের সংঘর্ষে মাঠের ধান মাঠেই পড়িয়া নষ্ট হইবে। মামলার পর মামলার উদ্ভব হইলে যাহাদের তারণ করিবার উদ্দেশে আইন, তাহাদেরই তাড়ন ছাড়া আর কিছুই হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অশীতিপর বৃদ্ধ কর্ম্মবীর হাজী মনিরুদ্দীন আমেদ সাহেবের এন্তেকাল

গত ১০ই কার্ত্তিক বুধবার প্রাতঃকালে জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত মহম্মদপুরে তাঁহার বাসভবনে ৮১ বৎসর বয়সে চারি পুত্র, কন্যা, পৌত্রাদি এবং বহু গুণমুগ্ধ স্বজন ও বন্ধু পরিবেষ্টিত অবস্থায় হাজী সাহেব শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী—

হাজী মনিরুদ্দীন আহ্‌মাদ মহম্মদপুরের এক দরিদ্র গৃহস্থ গৃহে সন ১২৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার দরিদ্রতা নিবন্ধন শৈশবে বিদ্যা অধ্যয়নের কোনও সুযোগ না পাইয়া বাল্যকাল হইতে পিতার সহিত কায়িক শ্রম করিয়া পিতাপুত্রে সামান্য ব্যবসায় দ্বারা অন্ন সংস্থান করেন। যখন

তাঁহার বয়স ২৫।২৬ বৎসর তখন মরহুম হাজী এব্রাহিম সেখের সহিত রেশমসূত্র প্রস্তুতের ব্যবসা আরম্ভ করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম-নলহাটী থানার এলাকায় ভদ্রপুর ও কয়থা গ্রামে লয়েল মার্শাল এণ্ড কোং প্রতিষ্ঠিত দুইটী সুবৃহৎ রেশম কুঠি ক্রয় করিয়া পূর্ণ উদ্যমে রেশম প্রস্তুতের কার্য্য চালাইতে থাকেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাসভবনের নিকট তাঁহার প্রথম স্থাপিত কাঠের আগুনে চালিত মেটে ঘাই (রেশম সুতা-কাটা চরকাকে ঘাই বলে) তাঁহার কর্ম্মনিপুণতায় ষ্টীম বয়লার চালিত কারখানায় উন্নীত হইল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে বালিঘাটায় অবস্থিত এণ্ডারসান রাইট কোম্পানীর সুবৃহৎ বিশাল রেশম কুঠি ক্রয় করিয়া অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রেশম প্রস্তুত ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের উচ্চ নিদর্শন প্রদর্শন করেন। উক্ত কুঠি এখন হাজী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব মহাম্মদ সেকেন্দর সাহেবের। বর্ত্তমানে বাঙলার রেশম কুঠি সমস্তই অচল অবস্থায়।

উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়া, দরিদ্রতার জন্য শৈশবে যে বিদ্যা শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন, স্বসমাজে সেই বিদ্যা শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রহমানপুরে এক খড়ের ঘরে একটি ক্ষুদ্র মক্তব স্থাপন করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইহা জুনিয়র মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। হাজী সাহেব নিজের এই নেশা স্থানীয় মুসলমান সমাজে সংক্রমিত করিতে সক্ষম হইয়া সমাজের সাহায্যে এবং নিজে মুক্ত হস্ত হইয়া তাহার স্থাপিত ক্ষুদ্র মক্তবকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হাই মাদ্রাসায় উন্নীত করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার এই একান্তিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহকর্ম্মিরা তাঁহার মানরুদ্দীন নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য মাদ্রাসার নামকরণ করিলেন **মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা**। আজ খড়ো ঘরের মক্তব বিশাল অট্টালিকায় অবস্থিত। তাঁহার সহহজ যাত্রার মুখে প্রকাশ তিনি মক্কা শরীফে প্রার্থনার সময় আল্লাহ তায়ালার কাছে এই মক্তবের চিরমঙ্গল কামনা করেন। এ ছাড়া অন্য কোন কামনা করেন নাই। তাঁহার রেশম প্রস্তুত নৈপুণ্যের জন্য ইংরেজ সরকার তাঁহাকে খান সাহেব উপাধি প্রদান করেন, তিনি দেশাত্মবোধে সেই খেতাব পরিত্যাগ করেন। এই স্বল্পবিত্ত হাজী সাহেব ব্যক্তিগত যোগ্যতায় মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড, জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটী (৩০ বৎসর কমিশনর), হজ কমিটি, জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়, বেঙ্গল সিল্ক কমিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বে-সরকারী জেল-পরিদর্শক ছিলেন। এন্তেকালের দিন পর্য্যন্ত তিনি মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার বিরহ সভায় শোক প্রকাশের জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ তাঁহার গুণাবলী উল্লেখ করিয়া তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁহার মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং অনেক শিক্ষক হিন্দু। ইহা হাজী সাহেবের হিন্দু প্রীতির পরিচায়ক। আমরাও তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

দেশবন্ধু-যতীনদাস পাঠাগার

গত ১৪ই কার্ত্তিক বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া দেশবন্ধু-যতীনদাস পাঠাগারের নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীশশিরকুমার ভৌমিক—সভাপতি, শ্রীরাজেন্দ্রমোহন দত্ত—সহকারী সভাপতি, শ্রীবরুণ রায়—সম্পাদক, শ্রীসত্যদাস গুপ্ত—সহকারী সম্পাদক, শ্রীবিশ্বনাথ দাস—গ্রন্থাধ্যক্ষ, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন—কোষাধ্যক্ষ, শ্রীঅবনীকুমার রায়—হিসাব পরীক্ষক, শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপরিমলকান্তি রায়।

ফসল নষ্ট করায় কারাদণ্ড

সাগরদীঘি থানার ৬নং বালিয়া ইউনিয়নের বালিয়া গ্রামের গৃহস্থের জমির ফসল মহিষ চরাইয়া নষ্ট করায় ও জমির মালিককে মারপিট করার অপরাধে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের আদালতে উক্ত গ্রামের সুলোচন ঘোষ, সনাতন ঘোষ, সুকুমার ঘোষ, দুকাড়ি ঘোষ, বলাই ঘোষ প্রত্যেকের দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড এবং মদন ঘোষ, সতীশ ঘোষ, ভক্তি ঘোষের প্রত্যেকের দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

NOTICE.

Applications are invited in prescribed forms (to be had in the office) for a permanent route permit in respect of a Stage Carriage to be provided on the route Radharghat—Ganthlaghat.

The last date of submitting the applications to the undersigned is 16.11.54.

Sd/- S. B. Majumder
Secretary,
Regional Transport Authority,
Murshidabad.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৫ই নভেম্বর ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

১৬৭ খাং ডিঃ শ্যামাপদ রায় দেং অরুণকুমার ভট্টাচার্য্য দিং দাবি ৬৩॥৵৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুমিহর মধ্যে ১-১৬ শতক ও মৌজে খেরুর মধ্যে ১-১৫ শতক মোট ২-৩১ শতকের কাত ১১৮০ আঃ ৩০৲ খং ১০৫৮ ও ১২৪২ রায়ত মোকররী স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৪৬৮ খাং ডিঃ বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত দিং দেং যোগেশনন্দিনী দেবী দিং দাবি ১২২॥৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহেবনগর ৭-৪১ শতকের কাত ২৪॥৵০ আঃ ২৫৲ খং ৩০

৩১ মনি ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং মদনমোহন রায় দিং দাবি ৬৭॥/১০ পাই থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ১ ২০ শতকের কাত ২॥৩ তন্মধ্যে দেন্দারের ১/৪ অংশে ৮০ শতকের কাত হারাহার ম৽৩ ১॥৵১০ আঃ ৮৫৲ খং ৮৫

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত